মেহেরপুরে গণঅভ্যুত্থান স্মারক বিতর্ক উৎসবের পুরস্কার বিতরণী

“যুক্তি দিয়ে জাগো” এই শ্লোগানে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মারক বিতর্ক উৎসব ২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর ডিবেটিং ফোরামের উদ্যোগে ও জেলা পরিষদের সৌজন্যে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সামিউল হকের সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর ডিবেটিং ফোরামের আহ্বায়ক রিদওয়ানুল হক মুজাহিদ ও জেলা পরিষদের কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর এবং জেলা পুলিশের প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর বজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং তারুণ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মরণে এবং তরুণ প্রজন্মকে সেই ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেই এই বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

মাধ্যমিক, কলেজ ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই বিতর্ক উৎসবে মোট ২০টি দল অংশগ্রহণ করে।
একইসাথে মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সরকারি কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ফলাফল:

মাধ্যমিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, প্রথম রানার্সআপ জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়

রানার্সআপ আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, প্রথম রানার্সআপ ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ, দ্বিতীয় রানার্সআপ মেহেরপুর সরকারি কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে
চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিজয় ২৪ দল, রানার্সআপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নবজাগরণ ২৪ দল। ডিবেটিং অব দ্য টুর্নামেন্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবু জারিফ মোহাম্মদ জায়ান (জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ), কলেজ পর্যায়ে ইস্তিয়াক আহমেদ (মেহেরপুর সরকারি কলেজের দলনেতা)।

প্রধান অতিথির কাছ থেকে বিজয়ীরা সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন আইডিয়া আহ্বান করা হয়।
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৯টি আইডিয়া গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ৩টি আইডিয়া বাছাই করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাছাইকৃত আইডিয়াগুলো হলো ১. যুক্তি দিয়ে জাগো বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২. ক্লিন স্কুল গ্রীন স্কুল ৩. মানবতার আলো জ্বালো।

৩৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে শহিদদের স্মরণ ও হাসিনার পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আনন্দ মিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহিদদের স্মরণে মেহেরপুরের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), মেহেরপুর জেলা শাখা।

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর মঙ্গলবার সকালে
খুনি হাসিনার পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি আনন্দ মিছিল বের করে দলটির নেতাকর্মীরা।

জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বির নেতৃত্বে মিছিলটি জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

এসময় জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য মো: হাসানাত জামান সৈকত, মো: তামিম ইসলাম, মো: মাহবুব-ই-তৌহীদ রবিন, সাদ্দাম হোসেন জীবন, সদর উপজেলা সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী হাসমত আলী, সদস্য সাজেদুর রহমান, তাহসিন রাব্বি, মোবারক হোসাইন, আরাফাত হোসেন, সাহেব মাহমুদ, গাংনী উপজেলা সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মো: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, যুগ্ম সমন্বয়কারী সবুজ রানা প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে সাধারণ ছাত্র-জনতা ও নেতাকর্মীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বাড়ি মেহেরপুর গ্রুপের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

“পরিবেশ, প্রতিবেশ রাখতে প্রাণবন্ত, বৃক্ষরোপণের নেই বিকল্প” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাড়ি মেহেরপুরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকাল ১০টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের দুই পাশে পরিবেশবান্ধব ও ঔষধি গাছ হিসেবে পরিচিত নিম গাছ রোপণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পরিবেশ সুরক্ষা ও বৃক্ষের উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাড়ি মেহেরপুর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ আসাদুজ্জামান খান রাজ (অ্যাডমিন), আঃ হাদী (মডারেটর), আব্দুর রব, আহসান হাবিব শুভ, আরিফুল ইসলাম, এস এম নয়ন, বদরুজ্জামান মুকুল, কৃষিবিদ মো. জুয়েল রানা ও একরামুল হক।

আয়োজকরা জানান, পরিবেশ রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাইফুর রহমান মিলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ রাজু আহমেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নুরুন্নাহার খাতুন এবং শিক্ষার্থী এশা মনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শিক্ষক খলিলুর রহমান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রেক্ষাপট ও

তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গণঅভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করেছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

এর আগে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. তারিক আজিজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক শেখ মোস্তাক আলী।

প্রফেসর ড. বখতিয়ার উদ্দীন তার বক্তব্যে জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ যেখানে মানুষ মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে, এবং অফিস-আদালতসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও বলেন, ৩৬ জুলাই যেমন আনন্দের, তেমনি বেদনার দিনও বটে। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্বজনীন পেনশন স্কিমকে কেন্দ্র করে। পরে এটি ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রদের কোটা ও অন্যান্য যৌক্তিক দাবির মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন ছিল না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের এটি ছিল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সব

শ্রেণিপেশার মানুষের যৌথ প্রয়াস।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল, ছাত্ররা কোনো দলের বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি না করে নিজেদের স্বাধীন চেতনায় দেশের কল্যাণে কাজ করবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান একদিন এগিয়ে আনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল। কোনো অবস্থাতেই সরকারের বর্বরতা সমর্থনযোগ্য নয়—সে সময় সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণই ছিল তার প্রমাণ।

তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তিনি সকল প্রকার বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে জুলাই বিপ্লবে নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মেহেরপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে নির্মাণাধীন ‘জুলাই অভ্যুত্থান শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং শিক্ষার্থীরা।

সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা

প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকেও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আখতারসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে তিন প্রকল্পের সাড়ে ৫ কোটি টাকা নয়ছয়! (পর্ব-১)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন। অভিযোগ রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিয়ে পিআইসির কাজ করতে দিয়েছেন। এছাড়া অফিসের দুই স্টাফকেও পিআইসির সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের খবর মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে আসলে, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন

ও অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানের ১ম পর্বে শুধুমাত্র ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রকল্পে সাড়ে ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি প্রকল্পগুলোর নিয়ে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। সবমিলিয়ে গাংনী উপজেলায় তিন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

বরাদ্দের মধ্যে গাংনী ডিসি ইকো পার্কে ১ম ও ২য় কিস্তির বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে ডিসি ইকোপার্কের শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ ৭ লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা, ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, পার্কের অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৩য় পর্যায় প্রকল্পের টিআর প্রকল্পের ডিসি ইকোপার্ক ওয়াল প্লাস্টার ও পয়েন্টিং করণ বাবদ ৩লাখ ৯৮ হাজার ২৭৮ টাকা। গত রবিবার ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সরেজমিন পরিদশনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াল প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়াল প্লাস্টারের দায়িত্বরত রাজমিস্ত্রি সরদার হিরক আলী বলেন, সাড়ে ৩শ ফুট লম্বা, ৭ফুট উচু ওয়ালের দুই পাশ প্লাস্টার করতে মিস্ত্রি খরচ, বালি ও সিমেন্ট মিলিয়ে পৌনে ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ ৭ লাখ টাকা থাকলেও শুধুমাত্র এসএস পাইপের গেট সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কোন মাটি ভরাটের চিহৃ পাওয়া যায়নি। এসএসপাইপের যে গেটটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

এ প্রকল্পের পিআইসি সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য জরিমন নেছা বলেন, গেটের কাজ করা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলবো না একবার টাকা তুলে ৫

হাজার দিয়েছে, আর কিছু দিবে কিনা জানিনা।

পাকের্র অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ সাড়ে ৩লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলে কোন দোকান নির্মাণ করা হয়নি।

ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া থাকলেও।

রবিবার পর্যন্ত কোন রাইড স্থাপন করা হয়নি। পুরাতন রাইডগুলোও ফেন্সিকরণ কিংবা রংকরণ কোনটাই করা হয়নি।

ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওয়াশরুমের বাইরের অংশ নতুন করে রং করা হয়েছে তবে ভিতরে কোন সংস্কার করা হয়নি, এবং পিকনিক সেড নির্মাণ করা হয়নি।

শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বধ্যভুমি থেকে কাজলা নদী পর্যন্ত এইচবিবি করণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে মাটি এনে ভরাটের পরিবর্তে পার্কের উচু স্থানের মাটি কেটে দোকানের সামনে মাটি ভরাটের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা ময়না খাতুন বলেন, স্মৃতিসৌধ (বধ্যভ’মি) থেকে ঘাট পর্যন্ত ইটের হিয়ারিং রাস্তা করা হয়েছে ১০ দিন হলো। বিভিন্ন যায়গার উচু মাটি কেটে সমান করছে। বাথরুম (ওয়াশরুম) দুদিন ধরে রং করতে দেখলাম।

ডিসি ইকোপার্কের কেয়ারটেকার সোলাইমান বলেন, আমি সাড়ে ৯ বছর ধরে এই পার্কের দেখাশুনা করছি। ইউএনও স্যার বলেছেন সবকিছু দেখেশুনে রাখতে। প্রধান গেট নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, গেটের কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। গেট আগে থেকে আছে। গত বছর ৫ তারিখের পর ছাত্ররা গেটটা ভেঙে দিয়েছিলো। তাই শুধুমাত্র স্টিলের গ্রিল দিয়ে নতুন গেট লাগানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শুনছি অনেক কাজ হবে না হলে তো বলতে পারবো না।

তবে, এ বিষয়ে সরাসরি তাঁর কার্যালয়ে কথা হয় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও

চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা হয়েছে। ’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ’

(এ বরাদ্দের বাকি প্রকল্পগুলোর অনুসন্ধান চলছে। যেগুলো পরবর্তিতে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে…)

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

মুজিবনগরে তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উপজেলা পর্যায়ের খেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে উপজেলার দারিয়াপুর ফুটবল খেলার মাঠের উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের এই ফুটবল খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের

উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার রকিবউদ্দিন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য জহিরুল ইসলাম হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, সাহার আলি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পলাশ মন্ডল বলেন প্রথমে আমরা ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু করি প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের খেলোয়াড়রা ইউনিয়ন ভিত্তিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সেখান থেকে খেলোয়ার বাছাই করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের দুইটা টিম গঠন করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ের খেলায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন থেকে দুটি টিম নকআউট পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায় থেকে ভালো খেলোয়াড় বাছাই করে উপজেলা পর্যায়ের একটি টিম গঠন করা। সেই সাথে সমাজকে মাদকমুক্ত নেশা মুক্ত এবং মোবাইল গেম থেকে দূরে রাখার জন্য খেলাধুলার মধ্যে নিমজ্জিত করা। আমরা আশা করি তরুণ এবং যুবকদেরকে খেলার মাঠে ফিরিয়ে এনে একটি সুস্থ মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠনে সহায়ক হিসেবে কাজ করা।

উদ্বোধনী খেলায় মোনাখালী ইউনিয়ন বি-টিম এবং দারিয়াপুর ইউনিয়ন বি -টিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মনাখালী ইউনিয়ন বিটিম ৩-০ গোলে দারিয়াপুুর ইউনিয়ন বি-টিম কে পরাজিত করে।

মেহেরপুরের গোপালপুরে দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা: গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুরে সকাল বেলায় মোমিন ষ্টোর নামে একটি দোকানে চুরি করার সময় রাফি (২৩) নামের এক চোরকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা।

আজ সোমবার আনুমানিক সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গোপালপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

আটক চোর মেহেরপুর শহরের বন বিভাগ পাড়ার রকিব উদ্দিনের ছেলে।

দোকানের মালিক আব্দুল মোমিন জানান, “আনুমানিক সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চোর দোকানে এসে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে কায়দা কৌশলে মালামাল নেই, এবং এক হেরোইন ব্যবসায়িক এর কাছ থেকে হেরোইন নিয়ে দোকানে আসে। এরপর পুলিশ কে জানানো হয়। ”

স্থানীয়রা পুলিশে সংবাদ দিলে ঘটনাস্থলে সদর থানা পুলিশ উপস্থিত হন। স্থানীয়রা চোরকে পুলিশে সোপর্দ করে।

অনলাইন জুয়াড়ি কটাকে সিআইডিতে তলব

অনলাইন জুয়ার সাম্রাজ্যের আরেক হোতা মুজিবনগরের যতারপুর গ্রামের মো. বিল্লাল হোসেন ওরফে কটাকে তলব করেছে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) । গত ৩ জুলাই রবিবার সিআইডির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হাজির করার জন্য পুলিশকে চিঠি দেয় সিআইডি। কিন্তু তাকে হাজির করা হয়েছিলো কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি। সেটা জানার চেষ্টা চলছে।

কটার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে তদন্ত করছে সিআইডি। সেই মামলার তদন্তের জন্য তাকে হাজির করাতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, এক সময় কটার পরিবার ছিল বেশ স্বচ্ছল। কৃষি ও বসতভিটার জায়গাসহ নানা সম্পদ ছিল তাদের দখলে। কিন্তু কটার ছোটবেলার বন্ধুদের ভাষ্যে, কৈশোরেই সে তাস, লুডু ও ক্রিকেট জুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তি ক্রমেই তাকে নিমজ্জিত করে। সম্পত্তি বিক্রি করে, বন্ধক রেখে কিংবা হারিয়ে দিয়ে একপর্যায়ে সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরপর আত্মগোপনে যায়।

ফিরে আসে অনলাইন ‘দুনিয়ার’ নতুন চেহারা নিয়ে—1xBet এবং টেলিগ্রাম

চ্যানেলনির্ভর জুয়া ব্যবসায়ী হিসেবে।

‘কটা’ টেলিগ্রামে 1xBet ভিত্তিক অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালু করে বিভিন্ন ইউনিয়নে তৈরি করে এজেন্ট ও রিচার্জ অপারেটর নেটওয়ার্ক মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ, রকেট) এর মাধ্যমে দিনে লাখ লাখ টাকার লেনদেন। টাকা পাঠালে চ্যানেল পাবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শতাধিক মানুষকে প্রতারিত করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। অনেকে জমি বিক্রি, স্বর্ণ বিক্রি করে বা ঋণ নিয়ে টাকা দিলেও কোনো সেবা পাননি

সবজি বিক্রেতা রফিক, কটার অনলাইন জুয়া চ্যানেল পাওয়ার আশায় ঘর ও জমি বন্ধক দিয়ে ১২ লাখ টাকা দেন। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর কটা উল্টো তৎকালীন ডিবি কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে রফিককেই অনলাইন জুয়ার মামলায় আসামি করে জেলে পাঠান। আজ রফিক নিঃস্ব হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন।

অনুসন্ধানে উঠে আসা সম্পদের হিসাব সূত্রে পাওয়া তথ্যে কটা ওরফে বিল্লাল হোসেন বর্তমানে যা যা অর্জন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মেহেরপুর শহরে প্রায় ৪ কোটি টাকার জমি, যতারপুর, শিবপুর ও আশপাশে ৫০ বিঘার বেশি জমি (২০২২–২০২৫ সালের মধ্যে ক্রয়), ৭০ লাখ টাকার করোলা ক্রস গাড়ি (নগদে কেনা), ঢাকার বসুন্ধরাসহ অভিজাত এলাকায় একাধিক ফ্ল্যাট। ব্যাংকে টাকা না রেখে কোটি টাকার সমপরিমাণ সোনা মজুদ। প্রতিদিন মোবাইল লেনদেনে লাখ লাখ টাকা ঘোরে আয়কর দাখিল নেই, কোনো বৈধ ব্যবসার অস্তিত্ব নেই, তদন্ত হচ্ছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৫(১) ধারা অনুযায়ী।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, তার জমি, ফ্ল্যাট, মোবাইল লেনদেন, সোনা মজুদের উৎস যাচাই করা হচ্ছে শিগগিরই তার সম্পদ জব্দ ও ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে কর ফাঁকি, প্রতারণা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বহু ধারায় মামলা হতে পারে। স্থানীয়রা জানান, এক সময় কটারপরিবার ছিল ধনীর তালিকায়। কিন্তু কটার জুয়ার নেশায় সব শেষ হয়ে যায়। এখন আবার সেই জুয়া দিয়েই কোটি টাকার মালিক হয়েছে সে।

তবে সে কোটিপতি হলে গ্রামের অনেক তরুন আজ পথে বসেছে। সে শুধু নিজে কোটিপতি হয়ে আর শত শত পরিবারকে ধ্বংস করে পথে বসিয়েছে। তার জুয়ার চ্যানেল চালাতে গিয়ে মেহেরপুর শহরের একটি কফি হাউজ থেকে অনলাইন জুয়ার আর চার এজেন্টকে চ্যানেল বিক্রয় করার সময় সময় হাতে

নাতে আটক করেছে তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা হলেন- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম
(৪১) এবং সদও উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)। আটকরা যতারপুর গ্রামের কটা বিশ্বাসের চ্যানেল পরিচালনা করতেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছিলো।

শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদেও কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।